গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০

প্রথম প্রকাশ
জুলাই-২০২০

প্রকাশনায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ই-মেইল ঃ info@modmr.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.modmr.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রথাগত দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে সরে এসে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সুরক্ষা এবং দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকার অধিক মনোনিবেশ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের কাছে অর্জন করেছে রোল মডেলের স্বীকৃতি এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। কিন্তু ভৌগলিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিয়ে বাধাগ্রস্থ করছে আমাদের অগ্রযাত্রাকে। কাজেই জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও টেকসই করার জন্য গবেষণালব্ধ নতুন নতুন জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে দুর্যোগকে আমাদের বশে রাখতে হবে।

গবেষণা কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিস্তৃতি সাধন করে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক দুর্যোগের হার এবং তীব্রতা ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির এ অস্বাভাবিক আচরণ গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সুরক্ষা এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন করা যাবে। সময়ানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্কের অভিষ্ট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য গবেষণা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' প্রণয়ন করা আবশ্যক ছিল।

আমি আশা করছি যে এ নির্দেশিকা, গবেষকদের গবেষণা কাজে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। গবেষণালব্ধ প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে দুরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল দক্ষ জাতি গঠন করে জাতির জনকের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নির্দেশিকাটি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বে দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি দুর্যোগ মোকাবিলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবেও স্বীকৃত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর অনুশাসন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গবেষণা নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দুর্যোগের নতুন মাত্রা, তীব্রতা ও পুন:পৌনিকতা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন নতুন সময়োপযোগী গবেষণালব্ধ জ্ঞান।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়' বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন ও টেকসই করতে সময়োপযোগী ও দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণাকর্মকে উৎসাহিত ও সহজ করতে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ নির্দেশিকাটি সকল ক্ষেত্রে অতি দ্রুত অনুসরণ করা হবে এবং উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, বেসরকারি সংস্থারসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মোহসীন

প্রস্তাবনা

যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষকগণের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষক, নীতি নির্ধারক ও ব্যবস্থাপকগণের প্রায়োগিক সুবিধা প্রদান/বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

যেহেতু গবেষণা কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সময় উপযোগী আধুনিক জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিস্তৃতিতে সহায়তা প্রদান প্রয়োজন;

যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে গবেষণার সংস্কৃতি চালু করা, জ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো আবশ্যক; এবং

যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চলমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ এবং সময় উপযোগী গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে প্রয়োগ করা আবশ্যক-

সেহেতু নিম্নরূপ 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা ২০২০' প্রণয়ন করা হলো।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.০ সূচনা

১.১ সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ লক্ষ্য

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ গবেষণার পরিধি

২.৪ গবেষণার মাঠ সমীক্ষা

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন

৩.১ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি

৩.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির পরিধি

৩.৩ গবেষণা প্রস্তাবের রূপরেখা

৩.৪ কার্যক্রমের মেয়াদ

৩.৫ গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান , প্রস্তাব নির্বাচন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

৩.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পদ্ধতি

৩.৭ গবেষণা প্রস্তাবের কার্যক্রম শুরু

৩.৮ গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.৯ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন

৩.১০ গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদন

৩.১১ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

৩.১২ গবেষণার ফলাফল ও তথ্য প্রচার

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ গবেষণা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলি

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৫.১ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থের উৎস

৫.২ গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক বরাদ্দ

৫.৩ গবেষকের অর্থ বরাদ্দ

৫.৪ মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী

৫.৫ গবেষণার বাজেট বিভাজন

৫.৬ অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ গবেষণা পরিচালনা

৬.১ গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালন প্রক্রিয়া

৬.২ গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ গবেষণা নির্দেশিকা পরিবর্তন ও প্রয়োগ

পরিশিষ্ট

সংযোজনী-১ গবেষণা প্রস্তাবনা ছক

সংযোজনী-২ গবেষণা কার্যক্রম সংশিষ্ট প্রস্তাবনা জমাদানে প্রয়োজনীয় দলিলাদি

সংযোজনী-৩ জামানতনামার ছক

সংযোজনী-৪ চুক্তিনামার ছক

সংযোজনী-৫ ফরম-ক (গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

সংযোজনী-৬ ফরম-খ (গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

সংযোজনী-৭ তথ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায়

১.০ সূচনা: এ নির্দেশিকা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা নির্দেশিকা-২০২০' নামে অভিহিত হবে। এ গবেষণা নির্দেশিকাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর হতে অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১.১ সংজ্ঞা:

১.১.১ 'সরকার' বলতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

১.১.২ 'অধিদপ্তর' বলতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে বুঝাবে।

১.১.৩ 'ইনস্টিটিউট' বলতে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'-কে বুঝাবে।

১.১.৪ 'কর্তৃপক্ষ' বলতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।

১.১.৫ 'আইন' বলতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ কে বুঝাবে।

১.১.৬ 'গবেষণা কমিটি' বলতে এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও মূল্যায়ন কমিটিকে বুঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণা নির্দেশিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

২.১ লক্ষ্য: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এর লক্ষ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও দুর্যোগ বিষয়ে যথাযথ এবং সময় উপযোগী গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে প্রয়োগ করা।

২.২ উদ্দেশ্য:

(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহের

ওপর গবেষণা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধিকতর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে দুর্যোগ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

(৩) সরকারি-বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে গবেষণার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিনিময় এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার;

(৪) গবেষণালব্ধ জ্ঞান লোকজ/দেশজ জ্ঞান, মেধা ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর কার্যকর, ফলপ্রসু ও ব্যয় সাশ্রয়ী করা।

২.৩ পরিধি:

(১) গবেষণা তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ;

(২) গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং কেইস স্ট্যাডি;

(৩) গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার ;

(৪) গবেষণার প্রভাব নিরূপণ;

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদেশিক সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থার অনুরোধকৃত গবেষণা কর্ম ব্যবস্থাপনা;

(৬) রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত অর্থ দ্বারা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষকগণের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষণা, নীতি নির্ধারণী ও গবেষণার প্রায়োগিক সুবিধা প্রদান/বৃদ্ধি করা;

(৭) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত করা।

২.৪ গবেষণার মাঠ সমীক্ষা:

২.৪.১ কর্তৃপক্ষ মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় করবেন এবং জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষকগণের প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন;

২.৪.২ মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণা কর্ম ও গবেষণা প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হবে। সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ব্যবস্থাপনা

৩.০ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন:

৩.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি থাকবে:

ক)	অতিরিক্ত সচিব, (ত্রাণ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
খ)	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
গ)	বাংলাদেশের ২টি বিশ্ববিদ্যালয় (১টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি) থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণায় অভিজ্ঞ একজন করে ২জন অধ্যাপক (সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
ঘ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
ঙ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের একজন মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
চ)	পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য

ছ)	দুর্যোগ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষণা বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
জ)	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)	সদস্য
ঝ)	উপপরিচালক (গবেষণা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৩.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি:

(১) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(২) প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান;

(৩) গবেষণার আর্থিক পরিমাণ বিষয়ে মতামত প্রদান;

(৪) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান;

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ গবেষণায় আগ্রহী ব্যক্তিগণকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষকগণকে সম্পৃক্ত করা;

(৬) মূল্যায়নকৃত গবেষণা ডকুমেন্ট প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরিমার্জনের পর অনুমোদনের জন্য পেশ করা;

(৭) প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব নির্ধারিত ফরমে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। ন্যূনতম ৬০% নম্বর প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা;

(৮) গবেষণা প্রস্তাবের/গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(৯) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা;

(১০) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(১১) সময়ের প্রয়োজনে গবেষণা নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করা।

৩.৩ গবেষণা প্রস্তাবের রূপরেখা: গবেষণার প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য পরিশিষ্ট সংযোজনী-১ এর রূপরেখা অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ: গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ প্রতি অর্থবছরের মধ্যে (জুলাই-জুন) সীমিত থাকবে।

৩.৫ গবেষণার প্রস্তাব আহ্বান, নির্বাচন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করা হবে:

১)	প্রতি অর্থবছরে কতটি গবেষণা পরিচালিত হবে, তা নির্ধারণ করে গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণসহ যাবতীয় প্রস্তুতি	:	পূর্ববর্তী বছরের ৩১ মে থেকে ৩০ জুন এর মধ্যে
২)	প্রতি অর্থবছরে বহুল প্রচলিত দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে গবেষণার প্রস্তাব আহ্বান	:	জুলাই
৩)	প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা এবং চূড়ান্ত করা	:	আগস্ট
৪)	গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন ও এর অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারীকরণ	:	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
৫)	অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের অনুকূলে কিস্তি আকারে গবেষণা অগ্রগতি বিবেচনায় ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান	:	নভেম্বর-ডিসেম্বর
৬)	অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের অনুকূলে কিস্তি আকারে প্রদত্ত অর্থানুযায়ী গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা	:	জানুয়ারী-এপ্রিল
৭)	চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন ও সকল বিল ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে সর্বশেষ কিস্তির অর্থ প্রদান।	:	৩১ মে

* গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির কোন সদস্য গবেষক হলে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনকালে তিনি মূল্যায়নকারী হতে পারবেন না।

৩.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের পদ্ধতি:

পদ্ধতি:

১) প্রতি অর্থ বছর জুলাই মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করতে হবে;

২) গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের ক্ষেত্রে জাতীয় গুরত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২টি দৈনিক পত্রিকায় (১টি ইংরেজি ও ১টি বাংলা) বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করতে হবে;

৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ/আপলোড করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা উল্লেখ থাকবে;

৪) প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণ করা যাবে;

৫) গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।

৩.৭ গবেষণা প্রস্তাবের কার্যক্রম শুরু:

গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে মন্ত্রণালয় থেকে দপ্তর আদেশ জারি করা হবে। একই সময়ে প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দপ্তর আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩.৮ গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা:

গবেষণা প্রস্তাবের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি বরাবর পেশ করা হবে। উল্লিখিত প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

৩.৯ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন:

(ক) সংশ্লিষ্ট গবেষক, ব্যক্তি/দল/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিটি গবেষণালব্ধ ফলাফলের খসড়া প্রতিবেদন সেমিনার/কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ০৫ কপি গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির নিকট দাখিল করবেন। সেমিনার/কর্মশালায় চলমান গবেষণা সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

(খ) সকল ধরনের গবেষণার ফলাফল সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

(গ) সেমিনার/কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে।

৩.১০ গবেষণা প্রতিবেদন অনুমোদন:

প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্নপূর্বক গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৩.১১ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব:

সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৩.১২ গবেষণার ফলাফল ও তথ্য প্রচার:

৩.১২.১ গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে গবেষণালব্ধ তথ্য সেমিনার,কর্মশালা,প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনে প্রচার করা হবে।

৩.১২.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমোদন ব্যতীত গবেষণার ফলাফল বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৩.১২.৩ সকল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনার দাবি রাখে। প্রত্যেক গবেষণা প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রদান করতে হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকাশনা করতে হবে। অধিদপ্তর গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নালের রূপরেখা এবং সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ গবেষণা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলি:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর সংস্থা, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষকগণ;

খ) কোন গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ গবেষণার দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর যদি কোন গবেষক বদলি বা অবসরে যান অথবা কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হন তবে সেইব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির অনুমতিক্রমে তার স্থলে অন্যজনকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

৫.১ গবেষণা কার্যক্রমে অর্থের উৎস: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

৫.২ গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক বরাদ্দ:

৫.২.১ অনুমোদিত বাজেট অনুসারে প্রতি অর্থবছরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

ক) সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর সংস্থা, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষকগণকে এককালীন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে মোট ১০ জনকে সর্বমোট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ৫ জনকে সর্বমোট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা পর্যন্ত (ছয় মাসে) আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার উপর হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত (এক বছরে) আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৫.২.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গবেষণার আর্থিক পরিধি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে;

৫.২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের আদেশ জারি করবে। উল্লিখিত আদেশের আলোকে উপ-পরিচালক (গবেষণা) প্রকল্পের অর্থ ছাড় করবেন।

৫.২.৪ গবেষণা শেষে গবেষণা সংক্রান্ত খরচের বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমন্বয়ের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৩ গবেষকের অর্থ বরাদ্দ:

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে গবেষক ও যুগ্ম-গবেষকদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে;

(খ) গবেষক ও যুগ্ম-গবেষকদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কিস্তি ও কিস্তির মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বরাবরে সরকারি নিয়মে চুক্তি

৫.২.১ অনুমোদিত বাজেট অনুসারে প্রতি অর্থবছরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

ক) সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর সংস্থা, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষকগণকে এককালীন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে মোট ১০ জনকে সর্বমোট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ৫ জনকে সর্বমোট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা পর্যন্ত (ছয় মাসে) আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার উপর হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত (এক বছরে) আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৫.২.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গবেষণার আর্থিক পরিধি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে;

৫.২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের আদেশ জারি করবে। উল্লিখিত আদেশের আলোকে উপ-পরিচালক (গবেষণা) প্রকল্পের অর্থ ছাড় করবেন।

৫.২.৪ গবেষণা শেষে গবেষণা সংক্রান্ত খরচের বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমন্বয়ের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৩ গবেষকের অর্থ বরাদ্দ:

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে গবেষক ও যুগ্ম-গবেষকদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে;

(খ) গবেষক ও যুগ্ম-গবেষকদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কিস্তি ও কিস্তির মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বরাবরে সরকারি নিয়মে চুক্তি

অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ক্রসড্ চেকে প্রদান করা হবে;-

(গ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে অর্থ প্রদান স্থগিত বা প্রাসঙ্গিকতা যাচাইপূর্বক বরাদ্দের পরিমাণ পুন:নির্ধারণ করা হবে।

৫.৪ মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ প্রত্যেকে প্রতি সভায় সম্মানী বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পাবেন। এ অর্থ গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

(খ) গবেষণা শেষে গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রতি সভায় গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের প্রত্যেকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সম্মানী পাবেন।

৫.৫ গবেষণার বাজেট বিভাজন:

(ক) গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের বাজেট বরাদ্দ

(খ) যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষকের বাজেট বরাদ্দ

(গ) গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের বাজেট বরাদ্দ

(ঘ) গবেষণা সহায়তা ব্যয় (মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা, খসড়া প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি মুদ্রণ ব্যয়, সভাপতি, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোটিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানী ব্যয় ইত্যাদি)।

(ঙ) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে/কর্মশালায় সভাপতি, আলোচক ও র‍্যাপোটিয়ার প্রত্যেকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমের বাজেট থেকে প্রদান করা হবে।

(চ) গবেষণা কাজের জন্য সকল প্রকার ক্রয়ে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হবে।

৫.৬ গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ:

৫.৬.১ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ কমপক্ষে দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। গবেষণা কার্যক্রমের আউটলাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে। গবেষণা প্রবন্ধ কর্মশালায়/সেমিনারে উপস্থাপন, কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধন এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির ইতিবাচক মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে শেষ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ প্রদান করা যাবেনা।

৫.৬.২ প্রথম কিস্তিতে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের সর্বোচ্চ ৬০% অর্থ ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে। ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান হিসাব থেকে অধিযাচনের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে জমা দিয়ে প্রথম কিস্তিতে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন, গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ১০ (দশ) কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট জমা দেয়ার পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় কিস্তিতে অবশিষ্ট ৪০% অর্থ ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদান করবে। ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত হিসাব, বিল, ভাউচার, ব্যয় বিবরণীসহ অধিদপ্তরে জমা দিয়ে গবেষণা হিসাব সমন্বয় করবেন। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জুন মাসের মধ্যে গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তঃখাত সমন্বয় করতে পারবে।

৫.৬.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এ মর্মে লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করবেন যে ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। কোন কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে

অব্যাহতি নিলে গৃহীত অর্থ (যদি গ্রহণ করে থাকে/থাকেন) ফেরত প্রদান করবেন।

৫.৬.৪ কোন গবেষক গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত অর্থ (যদি গ্রহণ করে থাকেন) ফেরত না দিলে সরকারি পাওনা আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী তা আদায় করা হবে।

৫.৭ গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন জমা প্রদান:

(ক) সকল প্রকার গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির নিকট জমা প্রদান করতে হবে;

(খ) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্তন করতে পারবে;

(গ) গবেষণা প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় গবেষকের নাম, পদবি, ঠিকানা এবং জমাদানের তারিখ ও সাল উল্লেখ করতে হবে;

(ঘ) গবেষণা প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসারের দুই কপি জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ গবেষণা পরিচালনা:

৬.১ গবেষণা মঞ্জুরী সঞ্চালন প্রক্রিয়া: গবেষণার মঞ্জুরি সঞ্চালনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মঞ্জুরী গ্রহণ ও সমন্বয় করতে হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট ও পরিবীক্ষণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এ সঞ্চালন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

৬.২ গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ: গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোন গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, গবেষণার বিষয়বস্তু তথ্য উপাত্ত, ফলাফল, সুপারিশ ইত্যাদি

অন্য কোন গবেষকের গবেষণার সাথে নকল/যুক্তিসংগতভাবে নকল প্রমাণিত হলে বা কোন রূপ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির তদন্তে প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায় বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ গবেষণা নির্দেশিকা পরিবর্তন ও প্রয়োগ:

৭.১ এ নির্দেশিকার ৫.১ এ উল্লিখিত উৎসের অর্থ থেকে পরিচালিত গবেষণা এবং পরামর্শদানমূলক গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য কোন উৎস হতে কোন গবেষক সম্পৃক্ত হলে তা এই গবেষণা নির্দেশিকার আওতায় আসবেনা।

৭.২ সরকারের নির্দেশক্রমে গৃহীত কোন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রযোজ্য অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৭.৩ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ গবেষণা নির্দেশিকায় কোন সংশোধন প্রয়োজন হলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনসহ, সংশোধন করতে পারবে।

পরিশিষ্ট

গবেষণা প্রস্তাবনা ছক

ক)	গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম	
খ)	গবেষণা সমস্যা (Research Problem)	
গ)	গবেষণা বিষয়ের গুরুত্ব বা যৌক্তিকতা (Justification or Rational)	
ঘ)	গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)	
ঙ)	গবেষণার পরিধি (Scope)	
চ)	গবেষণা পদ্ধতি	
	-	নমুনায়ন (Sampling)
	-	উপাত্তের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি (Sources of Data & Collection Process)
	-	উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ (Tools of data collection)
	-	উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Data presentation and analysis Method)
ছ)	গবেষণা প্রস্তাব কার্যক্রমে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ	
জ)	গবেষণা সম্পাদনের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)	
ঝ)	বাজেট	
ঞ)	গবেষক ও গবেষণা সহায়কদের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা (দলের ক্ষেত্রে দলনেতা)	
ট)	কর্তৃপক্ষের সম্মতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
ঠ)	সুপারভাইজারের তথ্য	
ড)	তথ্যসূত্র (References)	

গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনার সাথে জমাদানের জন্য দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

১. গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ড কপি ও সফ্‌ট কপি;

২. গবেষণা ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষক/প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণক;

৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকদের ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত;

৪. গবেষকের ছবি ও জীবন বৃত্তান্তঃ

৫. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বিবরণী;

৬. জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি;

৭. জন্ম সনদের সত্যায়িত কপি;

৮. সুপারভাইজার ও দলনেতার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

জামানতনামা

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে জামানতনামা দাখিল করছি যে, গবেষক ....কর্তৃক ....শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কাজের জন্য.. টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে- সে উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে জামানতদাতা হিসেবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অগ্রিম বাবদ গৃহীত ....টাকা বা ক্ষেত্রমতে অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর
ফোন :
মোবাইল :
ই-মেইল ঠিকানা :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১. (.......) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হ'ল।

২. প্রথম পক্ষ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি।

৩. দ্বিতীয় পক্ষ: নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা (ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ)।

৪. যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত সংযোজনী-১ গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করবেন:

শর্তাবলি:

(ক) সংযোজনী -১ এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ (............) টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ০২ কিস্তিতে প্রদান করবে;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থ ছাড়ের কিস্তিগুলি হবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৬০ ভাগ অর্থাৎ (............) টাকা।

গবেষণা কাজের অগ্রগতি: গবেষণা কাজের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ গবেষণা কাজে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হয়েছে এ মর্মে সনদ এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হবে;

(২) শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের অবশিষ্ট অর্থ অর্থাৎ ৪০ ভাগ (......) টাকা প্রদান করা হবে।

গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণা কাজটি সফলভাবে সম্পাদন, যথাযথ

কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং অন্যান্য শর্তাবলি পূরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে;

(ঘ) উপদফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৩ অনুযায়ী একটি জামানত (Security) দাখিল করতে হবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানতদাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, তার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে গবেষণাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করতে পারবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করে ০২ (দুই) কপি খসড়া প্রতিবেদন (পেনড্রাইবে ওয়ার্ড ফাইলের কপি ফটোকপিসহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন।

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রাথমিক প্রতিবেদনটি প্রয়োজনে মূল্যায়ন করবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তা হলে পরিবর্তন বা সংশোধন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদনের উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর ১০ (দশ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'খ' তে ০৩(তিন) প্রস্থ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন) পেনড্রাইবে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্‌ট

কপিসহ এবং ০৩ (তিন) প্রস্থ খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ প্রদান করবেন;

(ঞ) এ চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করতে পারবেন না। প্রথম পক্ষের অর্থায়নে দ্বিতীয় পক্ষকে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে, এ শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হবে;

(ট) চুক্তির অধীন গবেষণা কার্যের জন্য প্রদত্ত অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, গ্রন্থাগার সামগ্রি চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে;

(ঠ) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতদ্‌সংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। সকল লেনদেন ক্রস্‌ড চেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষকের (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হবে।

(ড) গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন গবেষণা কার্যে বা কোন প্রকল্পের কার্যে অংশগ্রহণ করতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রেখে ০৩ (তিন) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যেতে পারবেন না। যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যান তা হলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছেন বলে গণ্য হবে। ০৩ (তিন) মাসের কম সময়ের জন্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঢ) গবেষণার জন্য চুক্তিনামা সম্পাদনের পর গবেষক বিনা অনুমতিতে বা গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটিকে অবহিত না করে গবেষণা কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদেশ গমণ করলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল করা হবে এবং পরবর্তীতে আর কোন গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির

জন্য গবেষককে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

(ণ) এ চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গবেষণা মঞ্জুরি পেয়েছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং তা মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য প্রথম পক্ষের সাথে চুক্তি করতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবেনা। এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে। উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়েছি এবং আমার দেয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক।

স্বাক্ষী:	স্বাক্ষর:
১ম পক্ষ:	১ম পক্ষ:
২য় পক্ষ:	২য় পক্ষ:

ফরম-ক

(গবেষণা প্রতিবেদনের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম..

২। যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে কাজটি/গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হচ্ছে তার নাম:

৩। (ক) গবেষকের নাম ও ঠিকানা: ....

৪। গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির এবং প্রতিবেদন দাখিলের সম্ভাব্য তারিখ:................

৫। (ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণ :.................................

(খ) এ যাবৎ প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ:..

(গ) এ যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ:..................................

৬। গুণাগুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি/প্রাপ্ত ফলাফল (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে)

৭। উপসংহার

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের/তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

গবেষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

ফরম-খ

(গবেষণার চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণার শিরোনাম:

২। গবেষকের নাম, ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠানে এনরোলমেন্টের (Enrolment) সন

৩। বস্তু সংক্ষেপসহ গবেষণা প্রতিবেদন:
(এক হাজার শব্দের মধ্যে সফ্টকপিসহ জমা দিতে হবে)

৪। গবেষণা কর্মের মূল ০২ প্রস্থ জমা দিতে হবে:

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি:

৬। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেয়ার তারিখ:

৭। সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের/তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশ

গবেষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

তথ্যসূত্রঃ